নচিকেতা পবিত্র অগ্নি যজ্ঞের জ্ঞান চেয়েছিলেন

প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞানের পবিত্র ইতিহাসে, নচিকেতার কাহিনী সাহস, অনুসন্ধান এবং সত্যের নিরলস সাধনা সকলের কাছে আলোকশক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়। ঋষি বাজশ্রবার পুত্র নচিকেতা কোন সাধারণ শিশু ছিলেন না। যদিও তার নামটি "যিনি অসীম বৃত্তে তার শক্তি হারান না" এরকম বোঝায়। সেই অনুরূপ অজানার জন্য একটি অতৃপ্ত কৌতূহল এবং আগুনের মতো খাঁটি এবং উজ্জ্বল আত্মার মতো তাঁর গুণাবলীকেও মূর্ত করে।

গল্পটি শুরু হয় বাজশ্রবার একটি দুর্দান্ত যজ্ঞ দিয়ে, দৃশ্যত তার সমস্ত সম্পত্তি দেবতাদের কাছে উৎসর্গ করেন। যাইহোক, নচিকেতা তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং আপোষহীন ধার্মিকতার সাথে লক্ষ্য করেছিলেন যে তাঁর বাবা কেবল অনুর্বর এবং দুর্বল গরু দান করছেন, যা অর্থপূর্ণ নৈবেদ্যের জন্য অনুপযুক্ত। এই ভণ্ডামিতে হতাশ নচিকেতা তার বাবার কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। পিতাকে উত্তেজিত করিবার জন্য সে জিজ্ঞাসা করে, "পিতা, তুমি আমাকে কার নিকট উৎসর্গ করিবে?" ক্রোধের মুহূর্তে ঋষি বাজশ্রবা বলেন, "মৃত্যুর দেবতা যমের প্রতি!" তিনি জানতেন না যে তাঁর কথাগুলি নচিকেতাকে অনন্ত জ্ঞানের পথে নিয়ে যাবে। পিতার কথা সত্য করার জন্য নচিকেতা মৃত্যুর অধিপতি যমের আবাসে গমন করেন। সেখানে পৌঁছে নচিকেতা দেখলেন, যম বাড়িতে নেই। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নচিকেতা খাবার বা

জল ছাড়াই তিন দিন ধরে অপেক্ষা করে। সে এমন এক অতিথির ধর্ম অনুসরণ করেছিল যাকে যথাযথভাবে গ্রহণ না করা পর্যন্ত ছেড়ে যাওয়া না। যম যখন ফিরে এলেন, তখন তিনি তাঁর অবহেলা দেখে হতবাক হয়ে গেলেন। আতিথেয়তার অপবিত্রতা উপলব্ধি করে যম সংশোধন করার জন্য নচিকেতাকে তিনটি বর দিয়েছিলেন।

তার প্রথম বরের জন্য, নচিকেতা নিজের এবং তার বাবার মধ্যে শান্তি চেয়েছিলেন। যম তার পার্থিব বন্ধনে সম্প্রীতি নিশ্চিত করে সহজেই এই ইচ্ছা মঞ্জুর করেছিলেন।

দ্বিতীয় বরের জন্য, নচিকেতা পবিত্র অগ্নি যজ্ঞের জ্ঞান চেয়েছিলেন যা আধ্যাত্মিক আরোহণের দিকে পরিচালিত করে। বালকের গভীরতায় মুগ্ধ হয়ে যম এই জ্ঞান প্রদান করেন এবং এই অগ্নিযজ্ঞ জ্ঞান অর্জনের জন্য নচিকেতা অগ্নি নামে পরিচিতি লাভ করে।

তৃতীয় ও শেষ বরের জন্য নচিকেতা সবচেয়ে গভীর প্রশ্ন করেছিলেন: "মৃত্যুর পরে কী হয়?"

যম ইতস্তত করে ব্যাখ্যা করেন যা এমনকি দেবতারাও এই রহস্যকে অকল্পনীয় বলে মনে করেন। তিনি নচিকেতাকে পার্থিব ঐশ্বর্য, শক্তি এবং আনন্দ দিয়ে প্রলুব্ধ করতে চেয়েছিলেন যদি তিনি কেবল তার প্রশ্ন ত্যাগ করেন। কিন্তু সত্যানুসন্ধানে অবিচল নচিকেতা তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, 'এই ক্ষণস্থায়ী আনন্দ অমরত্বের দিকে নিয়ে যায় না। "আমি আত্মার শাশ্বত জ্ঞান অন্বেষণ করি।'

ছেলের দৃঢ় সংকল্প বুঝতে পেরে যম অস্তিত্বের চূড়ান্ত সত্য প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি নচিকেতাকে আত্মা (আত্মা), শাশ্বত সত্তা যা জীবন ও মৃত্যুর ঊর্ধ্বে এবং ব্রহ্মের সাথে এর ঐক্য, বিশ্বজনীন আত্মা সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাদের কথোপকথনের মাধ্যমে, যম ব্যাখ্যা করছেন:

* আত্মা নিরাকার, শাশ্বত এবং সর্বব্যাপী, ইন্দ্রিয় ও মনের উপলব্ধির বাইরে।
* বস্তুগত আকাঙ্ক্ষা এবং আসক্তি আত্মাকে জন্ম এবং পুনর্জন্মের চক্রে জড়িয়ে ফেলে।
* আত্মসচেতনতা ও বস্তুজগৎ থেকে বিচ্ছিন্নতার মাধ্যমে মুক্তি (মোক্ষ) অর্জিত হয়।
* ওঁ ধ্বনি ব্রহ্মের প্রতীক, এবং এর উপর ধ্যান জ্ঞানের দিকে পরিচালিত করে।

কঠোপনিষদে সংরক্ষিত যমের শিক্ষাগুলি ভারতীয় দর্শনের অন্যতম গভীর বক্তৃতা গঠন করে।

এই প্রজ্ঞায় সজ্জিত হয়ে নচিকেতা তাঁর পিতার কাছে ফিরে আসেন, জীব-মুক্ত রূপে রূপান্তরিত হন - যিনি জীবিত থাকা অবস্থাতেই মুক্ত হন। তিনি অটল বিশ্বাস, বৌদ্ধিক কৌতূহল এবং নৈতিক সততার শক্তির উদাহরণ দিয়েছিলেন।

Published on: Nov, 23 2024 18:06